অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো

অন্ধকারের উৎস হতে
উৎসারিত আলো

ফারুক মাহমুদ

অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো
ফারুক মাহমুদ

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : অমর একুশে বইমেলা ২০২৩

প্রকাশক
সজল আহমেদ
কবি প্রকাশনী ৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম বেইজমেন্ট
২৫৩-২৫৪ ড. কুদরত-ই-খুদা রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

স্বত্ব
লেখক

প্রচ্ছদ
আনিসুজ্জামান সোহেল

বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন

মুদ্রণ
কবি প্রেস
৪৮৩-৪৮৬ গাউসুল আজম সুপার মার্কেট নীলক্ষেত ঢাকা ১২০৫

ভারতে পরিবেশক
অভিযান বুক ক্যাফে বুকস অফ বেঙ্গল বইবাংলা দে'জ পাবলিশিং কলকাতা

মূল্য : ২০০ টাকা

Ondhokarer Utso Hote Utsarito Alo by Farook Mahmud Published by Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market 253-254 Dr. Kudra-E-Khuda Road Kantabon Dhaka 1205 First Edition: February 2023
Phone: 02223368736 Cell: +88-01717217335 +88-01641863570 (bKash)
Price: 200 Taka RS: 200 US 12 $
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN: 978-984-97557-5-3

ঘরে বসে কবি প্রকাশনী'র যে কোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.kobibd.com or www.kanamachhi.com
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৬৪১-৮৬৩৫৭১
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

উ ৎ স র্গ

কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা

সূ চি প ত্র

মুকুট ৯
দশদিক ১০
বৃষ্টিছুটি ১১
বৃষ্টিবন্দনা ১২
তালাবদ্ধ মেঘ ১৩
বৃষ্টির দেখা পেলে ১৪
জাদুকর ১৫
সহজ আনন্দ নিয়ে ১৬
সাদা আর নীল ১৭
একটি শুভ সিদ্ধান্ত ১৮
ছোট্ট ইচ্ছে ১৯
ভালো লেখা ২০
ঋণের খেলাপি আমি ২১
সঞ্চয় ২২
বাঙালির চিরবাংলাদেশ ২৩
আয়না ২৪
বিছানা-বিশ্রাম ২৫
ডাল ২৬
শেষ পর্যন্ত এটি একটি প্রেমের কবিতা ২৭
চেতনার চলন্ত অগ্নি ২৮
জয়শ্রী আকাশ ২৯
বাংলা বর্ণমালা ৩০
সমবেত আলো ৩১
নদীশাসন ৩২
৩৩ সাতচল্লিশের ট্রেন
৩৪ দেওয়াল
৩৫ মোক্ষম
৩৬ গানের পাখি
৩৭ আত্মীয়
৩৮ ঘর
৩৯ পাহাড়
৪০ শুভশ্রী সকাল
৪১ প্রতীক
৪৩ বাংলাদেশ হেসে চেয়ে আছে
৪৪ সম্প্রীতি
৪৫ যোগফল
৪৬ আগুনের গান
৪৭ ক্ষমতা
৪৮ গাছ
৪৯ নাড়া
৫০ নুরুল করিম নাসিমের জন্য এলিজি
৫১ আমি দাঁড়িয়ে... দাঁড়ানো আছি
৫২ শান্তিসত্য
৫৩ পরিণতি
৫৪ থেকে আছি
৫৫ পুণ্যশান্তি
৫৬ জোনাকি

মুকুট

বিশ্বাস করো না, তবু ছদ্মসত্য করে
কথা বলো নির্বিকার—অর্গল বিহীন
কখনো ভেজে না চোখ, ঠোঁটে-ওষ্ঠে খরাচিহ্ন
লাগাতার—চিরবারোমাস

তোমার রোপিত গাছে ফুটে আছে গাদা গাদা গাঁদা
অথচ বলছ—'আরে, কী বাহারি লতারক্তজবা!'
ডেঁয়ো মাছি—তুমি দেখ প্রজাপতি, মাছরাঙা ওড়ে
দৃষ্টির নন্দন হয়ে ক্রমাগত রঙিন পাখায়
পাথরের মস্ত কাঁড়ি, পোড়ার আতঙ্কে ডুরে থাকা
কয়লার ঢিবি
তুমি ভাবো—গোলাপের বাগান তো এটাকেই বলে!

পৌরসভার ট্রাকের মতো
তোমার দুহাত পূর্ণ পরিত্যক্ত নানা বর্জ্যভারে

শেষাবধি মাথা বিক্রি করে
নিয়েছ যে মহার্ঘ মুকুট
বিরল আনন্দ নিয়ে এখন তা পরবে কোথায়!?

দশদিক

"যে-দিকে দু'চোখ যায়, অবারিত, চলে যেতে পারো

পূর্বদিকে যদি যাবে, মানুষের মাথা আর মাথা
অধিকাংশে গজিয়েছে কাঁটাকীর্ণ ঝোপ
অদূর পশ্চিমে যদি যাবে—
নর্দমাও সাগরের তুল্যমূল্য পায়
উত্তরে রয়েছে বটে অগণিত মেঘের আকাশ
সেইসব মেঘ থেকে রোদনের ব্যথা ঝরে পড়ে
দক্ষিণে নিষিদ্ধ নয় হিংসা ঘৃণা প্রতিশোধপ্রথা
দুর্নীতি লাগাম ছাড়া, উপরন্তু প্রণোদনা মেলে
খেলাপি ঋণের
ঈশানে বন্ধুর পথ। সংগীত সংঘাত চুরি ও চামারি
স্বার্থঅন্ধ—অন্ধকারে মিশে যায় একমোহানায়
যেখানে কবিতা থেকে সব শব্দ বোবাগারে যায়
নদী ও গাছের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হয় অতি দ্রুততায়

এর নাম বায়ু
অগ্নি, নৈঋত যমজ ভ্রাতা
ধ্বংসের সকল কাজে অভিন্ন স্বভাব
ঊর্ধ্ব আর অধঃ—
এরা তো শূন্যতার স্তব্ধতার স্থায়ী প্রতিনিধি।"

"তেলে-জলে ভেদ নেই—দশদিক মিলেছে যেখানে
বিপুল আনন্দ নিয়ে চোখ বুজে সেই দিকে যাবো।"

বৃষ্টিছুটি

দুপুর আসেনি। তবু মনে হয় সন্ধ্যাসন্ধ্যা দিন

ছাতা, বইখাতা রেখে, হাতের নাগালে যারা ছিল
আনন্দিত বৃষ্টিভেজা ফুল—
এদের চারটি তুলে গুজে নিলো বিনুনির ক্লিপে
বাকিদের বুকে রেখে—গন্ধমুগ্ধ, ঠোঁটচাপা হাসি

দীর্ঘ এ বৃক্ষজীবনে ফুটিয়েছি কতশত ফুল
মুখ বুজে ঝরে গেছে, কোনো চিহ্ন নেই

আজই প্রথম, দেখি—মেয়েটির বৃষ্টিবিনোদনে
কিছু ফুল ধন্য হয়ে আছে

বৃষ্টিবন্দনা

দুপুর বিকেল সন্ধ্যা রাত্রি কিংবা ভোর
যেকোনো বৃষ্টিকে আমি নাম রেখে ডাকি
পাতায় পাতায় ওর চুমুচিহ্ন ছুঁয়ে
কত রঙে কত ছবি আঁকি

তুমি বৃষ্টি ভালোবাস। আমি ভালোবাসি
তোমার যা-কিছু আছে—অমূল্য নির্মূল্য
বিচ্যুতি ও গুণ

গণিতের সূত্রমতে তাই
বৃষ্টির প্রশস্তি নিয়ে এত দিন যত লেখা হলো
আজ দেখি বর্ণ-গন্ধে হয়েছে দ্বিগুণ

তালাবদ্ধ মেঘ

বিষয়-বাসনা তীব্র, অন্ধকারে শীর্ষ আরোহণ...

শিরদাঁড়া বেঁকে যাবে—যাক। তবু, কেন্দ্রে থাকা চাই
সম্ভাষণ ছদ্ম হোক, চাটুবাক্য লক্ষ্যভেদী শর!

যেতে যেতে কেউ যদি ভুলক্রমে খাদে পড়ে যায়
যার হাতে তোলা ছিল নদীদের নাম-নির্দেশিকা—
এখন বিকট শূন্য। শব্দ ওঠে, 'স্বার্থ বেচে বাঁচো'

আগুনের আলোটুকু গ্রহণীয় বটে। নিভে গেলে
কেউ কি কুড়াতে যাবে পরিত্যাক্ত ছাইভস্মধুলো!

বুঝে গেছি পদ্মদৃষ্টি নেই আর স্তব্ধ জলস্থানে

তালাবন্ধ মেঘ থেকে বৃষ্টি নয়, কান্না ঝরে পড়ে

বৃষ্টির দেখা পেলে

কখনো সরে না—স্মৃতিরা জিরোয় চোখে
বুকের কপাটে কড়া নাড়ে ঘন রাত
সকল গোপনে একটি কথার দোলা—
অঝর ধারায় ঘটুক বৃষ্টিপাত

আধপোড়া কাঠ—ফাটল ধরেছে মনে
তবু, শুরু হোক জলের নামতা শেখা
প্রতীক্ষা ভালো সমাধান হতে পারে
যক্ষের সাথে হয় যদি কারো দেখা

বিষাদের দাগ, রোদনের রেখা মোছো
খুব ক্ষতি নেই যদি না কদম ফোটে
হেসে-থাকা ক'টি বৃষ্টির দেখা পেলে
মচকানো প্রেম—ভালোবাসা হয়ে ওঠে

জাদুকর

সহসা হারিয়ে যাওয়া অসমাপ্ত কবিতার মতো
ব্যথিত পাতাকে তুমি সবুজের শতবর্ণ দিয়ে
রাঙিয়ে সাজিয়ে দাও। তেজি সূর্য, মুখে যার
আগুনের কড়া স্রোত। ঘিরে ফেলো চারদিক থেকে

তখন দুপুর নেই, সন্ধ্যা-ঝরা ছায়া নেমে আসে
'মৃদুমন্দ' বলে খ্যাতি যার, সেই বাতাসও দেখি
থেকে থেকে দৌড়ে আসে—ঘরছাড়া খ্যাপাটে বাউল
বৃদ্ধের চোখের মতো ঘোলা আজ সব জলস্থান

রুবী আপা, মৃদুভাষী, আমাদের সাহিত্য পড়ান
আজ, পাঠদানে নেই। ভেজা, মধুক্ষরা কণ্ঠে তার
বর্ষার ঐশ্বর্যে ভরা গানগুলো হয়েছে রঙিন
এই-যে বশির মিয়া, দিন এনে দিন খান; দেখি—
বিপুল আনন্দে আজ ছিপ-হাতে পুকুরের ঘাটে...

বৃষ্টি, তুমি জাদুকর! আনায়াসে কতকিছু পারো!!

সহজ আনন্দ নিয়ে

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ পাল—
গণিতের তুখোড় শিক্ষক
রবীন্দ্রনাথের গান থেকে উঠে-আসা মেঘ যেন
আদিগন্ত তার মুখে ছায়া ফেলে থাকে
কখনো বিদ্যুৎরেখা, কখনো খাদের মতো মৌন

তবে, শ্রেণিকক্ষে তিনি (বলা যায়) যথেষ্ট সরব

যতই জটিল হোক, এক অঙ্ক দ্রুত সমাধানে
কত-যে নিয়ম-সূত্র আছে তার নখের দর্পণে!
বলছেন, জ্যামিতির বৃত্ত বিন্দু রেখা
পাওয়া যায় কোনো কোনো নদীমোহানায়!

সারাদিন, নিজেকে নিজের মধ্যে গুটিয়ে রাখেন
অথচ, বিকেল এলে, মহেন্দ্র স্যার হাজির হন
ছাত্রদের ফুটবল মাঠে
যখন যে-দল পায় দর্শনীয় গোল—
স্যারের উল্লাস থাকে অঝোর অশেষ

সেদিন, খেলার মধ্যপথে
অঘোষিত এক বৃষ্টি নেমে এলে
ছন্নছাড়া হয়ে গেল আনন্দের সব আয়োজন

সেটি হবে কেন!?

বোজা ছাতা, জুতো আছে। স্যার নেমেছেন
উল্লসিত জলকাদামাঠে
ছাত্রদের সঙ্গে তিনি দৌড়ে দৌড়ে বল তাড়াচ্ছেন

সহজ আনন্দ নিয়ে, বৃষ্টি তুমি কত কী-যে পারো!

সাদা আর নীল

জানালার পাশে মোড়া পেতে বসি...

পাশের বাড়ির ছাদে শুকোতে দেওয়া কাপড়গুলো
দোল খায় রোদের ধারায়

বৃষ্টি আসবে না। তবু, আকাশের কালো মুখ দেখে
বালিকাটি কাপড় কুড়োত
ছাদে উঠে আসে

কাপড়ের কত নাম! রঙে, গড়নে নানা ভিন্নতা

এদের ভিড়ের থেকে নীল জামা, সাদা সালোয়ার হাতে নিয়ে বালিকার উচ্ছলিত মন
বাতাসের অঙ্গে অঙ্গে দুলিয়ে দোলায়

বালিকা তো জানে, সাদা আর নীল রং ঢেলে
শরতের ছবি আঁকা হয়

একটি শুভ সিদ্ধান্ত

এমন নিমগ্ন রাত! আমাদের শরীর ও মনে
কোনো অসম্মতি নেই। না-চাইলেও হয়ে যেতে পারে
পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম আনন্দের রতি-উন্মোচন
তোমার শরীর-গ্রন্থে—(মুখস্থ-প্রায়) অধ্যায়গুলো
আবারও পড়তে পারি। এ-পড়ায় শেষ কিছু নেই...

তোমার স্তনাঞ্চল তো ঘোষিত অভয়ারণ্য নয়
ছোট্টো অনুমতি নিয়ে, তারপর আনন্দ-ভ্রমণ
যথেষ্ট পিচ্ছিল পথ, বালিয়াড়ি, গলিত পাথর
অনুচ্চ ডিবির ফাঁকে উঁকি দেয় ইঁদুরের ঠোঁট
আমাদের ওষ্ঠ-ঠোঁটে কাঠঠুকরোর শোভন স্বভাব
খাড়ি আছে—পাতাজলে হতে পারে গভীর সাঁতার
কোমল শ্রমের শেষে ভেজা অঙ্গে লবণের ঘ্রাণ

সব সম্ভাবনা আজ সাময়িক স্থগিত থাকুক...

এমন নিমগ্ন রাত। 'কামসূত্র' তুলে রাখো তাকে
শরীরে শরীর পেতে, এসো, বৃষ্টির শীৎকার শুনি

ছোট্ট ইচ্ছে

এড়িয়ে মৃত্যুর চোখ, কোনোক্রমে যদি বেঁচে যাই...

যতটুকু বেঁচে-থাকা এখনো হাতে থেকে আছে
বাঁচার আনন্দফুলে চারপাশ ভরে দিতে চাই

শিখেছি বিস্তর শিক্ষা—লক্ষ্য শুধু সিঁড়ি থেকে সিঁড়ি
কোথায় দম্ভের কোঠা, ক্ষমতার আঁধিব্যাধিভ্রুণ
যেতে যেতে কোন পথে প্রান্তহীন বিত্ত-সমারোহ
তুলো ভেবে লৌহশলা, পাথরের বোঝা বয়ে ফেরা
বোধ নেই—কাকে বলে আঁখিতারা, কাকে বলে প্রেম

ডিঙিয়ে মৃত্যুর বেড়ি, কোনোক্রমে যদি বেঁচে থাকি
শিকারের গল্প নয়—মুগ্ধতার খুব কাছে বসে
প্রকাশ্যে জানিয়ে দেবো কত ঘৃণ্য ওপর-চালাকি

মাটি—সে যেমন হোক—রুক্ষ কিংবা পলিআচ্ছাদিত
স্নেহপ্রীতিভালোবাসা একটানা দিয়ে যাবো রুয়ে

ছোট্ট ইচ্ছে—বাঁচি যেন কবিতার পুণ্যপদপাশে

ভালো লেখা

(হোর্হে লুইস বোর্হসের আত্মজীবনীর অংশ)

কষ্টের কল্পনা নয়, ভালো লেখা নিজ থেকে আসে
চুমু দেয় কলমের ঠোঁটে। হাসে। ছোট্ট করে কাঁদে
শব্দের পাখায় ওড়ে। কোনো-এক নম্র নারী, যেন
শুকোতে দিয়েছে জামা প্রতিবেশী দালানের ছাদে
চোখে তার প্রতীক্ষার এলোমেলো স্থিরকষ্টস্তর
অনন্তগুণ উপমা, ছন্দের আলোর নিচে আলো...

স্তব্ধ অন্বেষণে নয়, ভালো লেখা নিজে নিজে আসে

ভুল করে যেতে যেতে, পেয়ে-যাওয়া ঠিকানার মতো
ক্লান্তির সকল কালো মুছে যায় উচ্ছলিত জলে
চিত্রকল্পের ধকল, আরোপিত মধ্য-অন্তমিল
বহনের বাধ্যকতা বলে কিছু থাকে না পাথর

সহজ সত্যের মতো ভালো লেখা ভুল করে হয়

ঋণের খেলাপি আমি

'ঋণের খেলাপি আমি'—এ-কথা স্বীকারে
আমার কোনো অনিচ্ছা নেই

চক্রবৃদ্ধি হার
তবু, ঋণ পরিশোধে মনোতাড়া পাই না কখনো
উপরন্তু, ঋণগ্রস্ত হতে পারাতেই
শিশুর হাসির মতো আনন্দিত থাকি

ঋণের সকল উৎস, বলা যায়—যথেষ্ট উদার
কোনো আবেদন নয়, তদবিরের প্রয়োজন নেই
ঋণের পেছনে ঋণ এসে হেসে ভিড় করে থাকে

ভূপ্রকৃতির সকল অঙ্গ
সমুদয় প্রাণী,
দৃষ্টিগ্রাহ্য নয়—
যেমন বাতাস,
কুসুমের ঘ্রাণ...
আরো আরো সকলের কাছে
আমি রোজ ঋণী হতে থাকি

আরো একটি স্বতঃস্ফূর্ত ঋণের কথা
বলা আবশ্যক—
'ঋণদাতাদের সকলেই
আমার সঙ্গে বাংলা ভাষায়
কথা বলে থাকে'

সঞ্চয়

যতটুকু কান্না পারো তুলে রাখো মেঘের ছায়ায়
বুকের গভীর ছন্দে জমা রেখো প্রিয় দীর্ঘশ্বাস
যতটুকু দাহ পারো, ছাইচেপে সঙ্গোপনে রাখো

কপটতা ছাড়াও তো মানুষের বেঁচে-থাকা থাকে
বিষাক্ত চালাকিছুতো, দেখানোপনা, ছদ্মব্যাজকথা—
এসবের বাইরে থেকে পথচলা হতে পারে দৃঢ়

যতটুকু অশ্রু পারো তুলে রেখো আকাশের চোখে
ঢেউকে শুনিয়ে রেখো রোদনের গল্পসমুদয়
বিরহের সুপ্তদাহ গাঁথা থাক লতাগুল্মঘাসে

তোমার দরকার হলে, দেখো, ওরা ঠিক এসে যাবে

বাঙালির চিরবাংলাদেশ

জলসুন্দরী পদ্মার দুই পার মিলে গেল সেতুর কল্যাণে
বুক তার বাগানের মতো
দিন নেই, রাত্রি নেই, ফুটে-ছুটে চলে যায় নানারং
বাহনকুসুম

ইচ্ছে হলে এইপার চলে যায় ওইপার কাছে
বলে আসে সব কথা, মনের কৌটোয় যত জট বেঁধে আছে
ওইপার ছুটে আসে পাখিদের উড়ালের মতো
এপারের হাসিমুখ ছাতিমের ডালে
একা বসে সামান্য জিরিয়ে যায়

পদ্মা সেতু শুধু নয় হর্ম্য কোনো স্থাপনা-বিশেষ
এর সঙ্গে মিশে আছে সাহস ও শ্লাঘা
এ সেতুর প্রতি অঙ্গস্থানে
শেখ মুজিবের তর্জনীর মতো দীপ্ত হয়ে আছে
বাঙালির চিরবাংলাদেশ

আয়না

ছোট-বড় সকল আয়না মরে যাচ্ছে সময়ের ধুলো-আস্তরণে
বধির আলোর মধ্যে অধিকাংশ ছদ্মরূপী হয়ে—
যেমন—ক্ষয়িষ্ণু চিন্তা, অমূলক প্রশংসার স্তূপ

মধ্যে মধ্যে চলে এসো—অস্তসূর্যমুখ
মধ্যে মধ্যে চলে এসো—জীবিকাবিতান
মধ্যে মধ্যে চলে এসো—অসমাপ্ত প্রেম
মধ্যে মধ্যে চলে এসো—বাকরুদ্ধ ঝড়

চলে এসো স্বচ্ছজল নদীদের কাছে
বৃক্ষের শাখার মতো সবুজ আনন্দে
সামান্য উপুড় হয়ে দেখে নিয়ো নিজেদের আঁধিক্লান্ত মুখ

রূপ আর রূপকের ব্যবধান জানাটা তো জরুরি বিষয়
মুখ আর মুখোশের অবস্থান কেন থাকে চিরব্যবধানে!

মনোজ্ঞ মসৃণ স্বচ্ছ নিসর্গনিঃশ্বাস শুধু নয়
আয়নার শৌর্য নিয়ে অপলক চোখ হয়ে আছে
প্রকৃতির ছোটবড় জলস্থানগুলো

বিছানা-বিশ্রাম

ধন্যবাদ চিকিৎসক। আপাতত বাধ্যতামূলক
আমার এ বিছানা-বিশ্রাম। ঘুমের পেছনে ঘুম
জুড়ে দিই। জেগে থাকা ভরে রাখি চোখের পাতায়
কাজের মুখস্থ পৃষ্ঠা অন্ধকারে চাপা পড়ে থাকে

কোন স্মৃতি বর্গাকার, বৃত্তাবদ্ধ, মুক্ত আয়তনে
কার হাতে জলস্থিতি, কার মনে মন ঝুঁকে থাকে
ছিপি এঁটে বন্ধ রাখি। কেন নড়ে কবিতার ভিত
বিনয়ের জানা ছিল প্রিয় 'চাকা' কেন ফেরেনি
অসমাপ্ত কবিতার শরীরে থাকে কৌণিক ক্ষুধা
জীবনানন্দের চোখে কত রাত্রি নদী হয়ে ভাসে
গল্পটা কোথায় যাবে—দেখেছেন লেভ তলস্তয়

রবীন্দ্রনাথ আছেন। তাঁর কণ্ঠে, ঘুরেঘুরে আসে
প্রেমের প্রখর প্রীতি, অভিমান, দেহের অতীত—
চোখের জলের দাগ রেখেছেন অশ্রুসিক্ত মনে
রক্তকরবীর ডাল উঁকি দেয় দেওয়ালের ভাঁজে

আলস্য বিদগ্ধ হলে—তুচ্ছ হোক, কিছু প্রাপ্তি ঘটে!
না-পড়া বইয়ের সঙ্গে মুগ্ধপ্রেমে কাটাচ্ছি সময়

ডাল

কোনো-এক রাত্রিঝড়ে ভাঙতে ভাঙতে বেঁচে গেলাম রে!

অন্যদিন, সিনেমার প্রতিনায়কের
বিকট হাসির মতো ক্রুদ্ধ কুড়ালের
এককোপে কেটে নিলো আমাদের ছোট সহোদর
গোঙানির শব্দ ওঠে—'দাদাভাই, আমাকে তুমি বাঁচিয়ে রাখো'

দু'হাতে ঠেকিয়ে দিই ছোট-বড় ঝড়ো উপদ্রব
নিজেদের শুশ্রূষায় সেরে ওঠে আমাদের আহত শরীর
এত এতকিছু, তবু-ও তো
সানন্দে ফুটিয়ে যাই পুষ্পহাসিগন্ধনিবেদন
ছায়া হয়ে ঝরে থাকি, বাতাসের নৃত্যছন্দদোলা

যেদিন শুকিয়ে যাবো, বাঁচার 'নব আনন্দে' থেকে যেতে চাই
আমার নিরক্ত হাড় হয় যদি নিরন্নের চুলার আগুন
অপূর্ব সৌভাগ্য হবে। জ্বলেপুড়ে ছাই হতে হতে
সন্ধ্যার আলোর মতো শেষবার, চোখ ভরে দেখে নেওয়া যাবে—
কতটা উজ্জ্বল হয় ক্ষুধাক্লান্ত, রান্নারত মানুষের মুখ

শেষ পর্যন্ত এটি একটি প্রেমের কবিতা

আজন্ম আমার এই দুরারোগ্য ব্যাধি—ঘাড় নোয়াতে পারি না
যত বলি : হে প্রত্যঙ্গ, গৎবাঁধা মানুষের মতো
নত হয়ে থাকো
করজোড় হও, রপ্ত করো
প্রভুর পায়ের কাছে বসে থাকা কুকুরের অর্থহীন ভাষা

উল্টো, ও-কে দেখি—
নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতার মতো
অনেক অজস্র বেশি শক্ত হয়ে আছে

শৈশবের স্মৃতি :
অসমাপ্ত ঘুম আর কুয়াশার মশারি সরিয়ে
ছুটে গেছি সকালের শিউলি-তলায়
আমার-যে প্রিয় পড়শিনি—
কুড়িয়ে ভরেছে ডালি, চোখভরা হাসি
বোকাটে, বিষণ্ন আমি—ফিরেছি পুষ্পশূন্য হাতে

যৌবনের নানা স্তরে এসে
দেখেছি—ছড়িয়ে আছে বিত্ত শক্তি ক্ষমতার মহার্ঘ মোহর
ভোরের বৃষ্টির মতো সহজ আনন্দে
একটু নুয়ে কুড়ানো যেতো...
ভয় ছিল—ঘাড় যদি বাঁকা হয়ে যায়!

একমাত্র ব্যতিক্রম হলো—
'পাখির নীড়ের মতো' চোখ যার, সেই চোখে নয়
স্থায়ী চাকরির মতো ওর প্রফুল্ল পায়ের দিকে
নুয়ে বসে চেয়ে হেসে থেকে
কেটে গেল দুজনের একফালি জয়শ্রী জীবন

চেতনার চলন্ত অগ্নি

ভাষা-আন্দোলন আর আমি
আমরা দুজন প্রায় সমানবয়সি

'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই', যখন শহর হয়ে গ্রামের রাস্তায়
আমাকে জড়িয়ে বুকে, আধো কান্না—আম্মা বলতেন—
রফিক শফিক বরকত সালাম—এদেরই একজন
জন্ম নিয়েছে আমার কোলে

সামান্য স্ফুলিঙ্গ থেকে জন্ম নেয় দীর্ঘ দাবানল
অশ্রুরেখা হয়ে ওঠে শ্রমরক্তশিখা
আমাদের ঘুম ভেদ হতে
খুব বেশি সময় লাগনি

হাতে হাত, দাঁড়িয়েছে মুক্তিকামী মানুষের গান

ইতিহাসে যুক্ত হলো মৃত্তিকার আরও ইতিহাস—

বায়ান্নর রক্তলেখা—এর নাম 'ভাষা-আন্দোলন'
বাষট্টি, ছিষট্টি হলো, ছয়দফা, গণ-অভ্যুত্থান
মুক্তির মহান যুদ্ধ—একাত্তরে—জনমানুষের
ভূতপূর্বহীন সশস্ত্র জোয়ার

হে চেতনার চলন্ত অগ্নি,
চিরকাল অবিচল 'উৎস' হয়ে আছো
আমরা রচনা করি সূর্যময় কালের হৃদয়

জয়শ্রী আকাশ

মগ্নতা শিল্পের ধর্ম। পরামর্শ হয়
চিন্তার সূত্রমণ্ডলীর। মুখ্য নয় কালি ও কলম
পুণ্য থেকে পাপ জন্ম নিলে
কাগজের কাঁড়ি হবে। পণ্ড হবে শান্তিজীবী শ্রম

ডুবন্ত জাহাজ হচ্ছে অযাচিত খ্যাতি-হাহাকার
কোনো বৃক্ষ দাঁড়াবে না পাশে—
যত উঁচু হয় হোক মড়াঝোলা গানের পাহাড়

অহংকার কোনো আশ্বাস দেয় না, ছাইভস্ম দেয়
রসের হাঁড়ির মতো কেউ যদি বলে :
'কী যে মহৎ, ব্যাপক, রিক্ত'—
এটা শিশিরের ঘাড়ে স্থায়ী-হওয়া মৃত-বিম্ন ঘাস

তার থেকো সে-ই ভালো, এসো
মনের সকল জুড়ে এঁকে রাখি জ্যোতির্ময় জয়শ্রী আকাশ

বাংলা বর্ণমালা

ছিপছিপে বৃষ্টির সঙ্গে নেমে এলো সন্ধ্যারঙা দিন

পুরোনো অভ্যাসবশে রেস্তোরাঁর নিরিবিলি কোণে
ধোয়া থেমে যাওয়া দুটো কফিপেয়ালার
মুখোমুখি বসে আছি একা
চকিতের থেকে দ্রুত, শীতে—মোড়ানো
চাদরের মতো মনের উচ্ছ্বাস নিয়ে
দু'জন পড়ল ঝরে পাশের টেবিলে

সামনে থাকা টিস্যু পেপার
অগ্রাহ্য করে মেয়েটি তার
মৃদু ভেজা আঁচলের খুঁটে
চুমুর নিষ্ঠার মতো খুব মায়া করে
মুছে নিলো ছেলেটির বৃষ্টিছোঁয়া চুল

আন্তঃনগর ট্রেনের মতো
যুগলের দ্রুতগতি হাসির ফোয়ারা
চারপাশে ঢেলে দিলো রঙের ঝাঁজর

আমি দেখি, গোলাপের গ্রীবার মতোন
বাতাসেরা মৃদুমন্দ চামর দোলায়
হেসে নেচে গেয়ে যাচ্ছে বাংলা বর্ণমালা

সমবেত আলো

ওদের মুখোশ পুরু, ধূর্তগন্ধে চতুর শৃগাল
নখের ধারালো দম্ভ প্রয়োগেও ক্রূর কূটচারী
ঝোপের পরিধি বুঝে তৈরি করে বিনাশের ছক

যদি হয় চারাগাছ—শীর্ণকায়, দ্রুত পিষ্ট করে
মধ্য-উচ্চতার যদি, হেসে হেসে ঢেলে দেয় বিষ
যে-বৃক্ষ সবুজাভায় পৌঁছে গেছে অতি উচ্চতায়
তাদের অমোঘ দণ্ড—ঝাড়েবংশে চিহ্ন উৎপাটন...

পরাজয়ে কী-যে গ্লানি! ব্যর্থতার দগ্ধ হাহাকার
বিস্মৃত হয়নি ওরা। সুযোগের অপেক্ষায় থাকে
আদ্যোপান্ত টুকে রাখে রক্তচিহ্ন—গোপন খাতায়

গৌরব পরাস্ত হলে শুরু হয় স্থূল আস্ফালন
যুদ্ধলব্ধ চেতনার আলোস্তম্ভ নিবু নিবু হলে
ওদের গাত্রের দাহ কিছু যেন প্রশমিত হয়!

ওরা জানুক বা না-জানুক, আমাদের সমবেত আলো
জ্বলে থাকে, স্বপ্ন আঁকো—যত হোক ঝড়ের প্রকোপ

নদীশাসন

বিপদসীমার যথেষ্ট উপর দিয়ে
দুধর্ষ ছুরির মতো বয়ে যাচ্ছে আঁধি-অন্ধ স্রোতের উল্লাস
আরও যদি বাড় বেড়ে যায়—
সমূলে বিধ্বস্ত হবে অর্জনের কীর্তিসমুদয়

আপসে হয় না কোনো ব্যাধি উপশম...

আমাদের কত নদী! কত উৎসমুখ!

বায়ান্নর রক্তরেখা—এর নাম 'ভাষা-আন্দোলন'
বাষট্টি, ছিষট্টি আছে, ছয় দফা, গণঅভ্যুত্থান
মুক্তির মহান যুদ্ধ—একাত্তরে, জনমানুষের
ভূতপূর্বহীন সশস্ত্র জোয়ার

এখন, বিষাক্ত জলে ডুবে যাচ্ছে গ্রাম-জনপদ
এখন, বিষানো ক্রোধে মরে যাচ্ছে ফসলের মাঠ
বনের আত্মায় যদি বারবার কুড়ালের কোপ
সবুজের অপমৃত্যু ঘটে, পাখিবৃষ্টি পুড়ে যায়
স্তব্ধকালা করুণ খরায়

সৌহার্দ্য-সম্প্রীতি যদি প্রত্যাশিত হয়—
নদীশাসনটা খুব জরুরি এখন

সাতচল্লিশের ট্রেন

সাতচল্লিশের ট্রেন, আমাদের নামিয়ে দিল অনিচ্ছার নানা ইস্টিশনে
কী বুঝেছি! কী বুঝিনি! বৃষ্টির ব্যাঙের মতো লাফিয়ে নেমেছি
খাড়িখন্দ এঁদোডোবাজলে
'ত্রাতা' যারা, বগল বাজিয়ে যান
মানুষের চোখ-মনে ঢেলে দেন কথার খোয়াব—
আর তো সামান্য হাঁটা, অন্নের ভান্ডার হবে, জলছত্র হবে
বসতের ঘরসীমানায়

ঘরটি রয়েছে বটে, উঠোনের একপাশ আছে
অন্য পাশে, গোলাপের ঠোঁটে যা হাসি ফুটেছে
ওটা তো আমার নয়। তবে, ওর গন্ধ চলে আসে

আমাদের কবুতরগুলো
সীমানা পেরিয়ে যায়, ফিরে আসে নিজেদের ঘরে
আলো-বাতাসের জন্য নেই কোনো নিষেধ-প্রাচীর

মানচিত্র ভাগ হলে—নতুন পতাকা হয়, নতুন শাসক...
মনচিত্র ভাগ হলে ভেঙে পড়ে প্রীতিপূর্ণ প্রেমের হৃদয়

দেওয়াল

'দেওয়ালের কান আছে'—এমন প্রবাদ
আমাদের সকলের জানা
ওর-ও যে চোখ-পিঠ আছে
সে-কথা খুব বিদিত নয়।

তাচ্ছিল্যে উড়িয়ে দিই দেওয়ালের বেদনা-পাহাড়
চোখের জলের দাগ ঢেকে দিই অবজ্ঞার চুন-কালি দিয়ে

দেওয়ালের পিঠ—সে তো কেনাদাস নয়—
শব্দহীন সয়ে যাবে অবিরাম বুটের আঘাতে
দেওয়ালের চোখ—সে তো চির-অন্ধ নয়—
অশ্রুস্রোতে ঢেলে দেবে প্রাণঘাতী বিষ

খাদের কিনারে পৌঁছে, জন্মমৃত্যু একহয়ে গেলে
দেওয়ালের পিঠ জুড়ে জন্ম নেয় আগুনের গাছ
প্রতিটি তাকানো যেন রুদ্রবজ্রপাত

একাত্তরে আমাদের তা-ই হয়েছিল

প্রতি ইঞ্চি মাটি যেন গর্জেওঠা দেওয়ালের পিঠ
চোখে কোনো অশ্রু নেই—রক্তদ্যুতি, বারুদের ক্রোধ

যুদ্ধে যুদ্ধে স্বাধীনতা, সত্য হলো বিজয়ের গান

মোক্ষম

ধমকে থামেনি মন। আমাদের জানার পরিধি
একেবারে ছোট্ট নয়; উদ্দেশ্যের অহেতুক শোকে
থাকে না গোলাপখ্যাতি। বোবাকণ্ঠ, ছদ্ম করুণায়
পরিতৃপ্ত যারা—উন্মাদের মতো মৃত্যুগন্ধ শোঁকে

যতকিছু ধাক্কা দাও, থেকে আছি সত্যলগ্ন হয়ে
অগ্নিরশি আঁট হয়ে চেপে থাকে ঘাড়ের ওপর
চাবুকের ঘৃণ্য ভাষা, অবিনীত মিথ্যা উচ্চারণ
জলের দাহিকা দিয়ে পুরু করো আঁধারের স্তর

ব্যর্থতার অন্য কোনো পরিভাষা নেই—শুধু তন্দ্রা
কারা গেল মৃত্যুজীবীদের দলে—মুখ্য কিছু নয়
বৃক্ষের স্বভাবে ঋদ্ধ—আমাদের আনন্দস্বজন
আলোবর্ণে লেখে তারা মানুষের সার্বভৌম জয়

যখন রক্তের স্রোতে ভিজে গেল জনপুণ্য মাটি
মুক্তির যুদ্ধের মাঠে দিয়েছি তো মোক্ষম ধাক্কাটি

গানের পাখি

শ্রীমতি নীলিমা সোম, আমাদের প্রতিবেশী মাসি

ভোর হলে তার কণ্ঠে অহীর ভৈরব
সন্ধ্যা আসে ইমন কল্যাণে

যেদিন বৃষ্টির রাত, অথবা জ্যোৎস্না থাকে আকাশের চোখে
নীলিমা মাসি ভেসে বেড়ান
মধুবন্তী চন্দ্রকোষ বেহাগে বাহারে

বেতারে শুনেছি আজ বহুবার শোনা তার মধুক্ষরা গান—
'খোলো আঁখি, ভোলো প্রিয়, ভোলো অভিমান'

বাবার গম্ভীর মুখ আজ দেখি যথেষ্ট উজ্জ্বল
মা ব্যস্ত রান্নার কাজে। তার চোখে থেমে থাকা জল

আত্মীয়

ক.
আমি ঠিক এসে যাবো। নদী, তুমি কিন্তু
অপেক্ষা করো না
জানোই তো, সময়ের স্বেচ্ছাচার আঁট হয়ে আছে
রাত্রিগুলো ঢুকে যাচ্ছে অঘুমের দীর্ঘ কোলাহলে
দিনের ব্যস্ততা থেকে ঝরে পড়ছে মূল্যশূন্য ধুলো
এরমধ্যে জারি হয় রোদনের খিন্ন প্রজ্ঞাপন

কিছু কান্না জমে গেছে। নদী, বলো কার কাছে কাঁদি!
আমার চোখের জল তুমি ছাড়া আর কেউ বোঝে!?

খ.
জলের নিঃশ্বাস থেকে পাওয়া যায় শব্দছন্দগান
স্বভাবে বাউল বটে, যেতে যেতে বহুদূর যায়

কান্নার বিচিত্র শ্রেণি। নৈঃশব্দ্য ও শব্দপ্রকরণে
অক্লান্ত জাগিয়ে রাখে বিষাদের নানারং আলো

নদীকে আত্মীয় মানি। ওর ভাষা সর্বজনভাষা
আমার সকল কান্না লিখে রাখি ঢেউয়ের পাতায়

ঘর

হতে পারো হতভাঙা ঘর
ঝড়েপড়া বৃক্ষদের মতো
থুবড়ে আছে দরজার কপাট
লৌহমলে ঢেকে গেছে জনালার শিক

হতে পার মেজে জুড়ে নত মুখে বসে আছে ছেঁড়াখোড়া ছায়া
হতে পারে ভুলে গেছি কত দূরে অপেক্ষার প্রিয় অন্বেষণ

সকালে বৃষ্টির ধুম, বিকেলটা খুব উচ্ছলিত
অন্ধকার ফাঁক করে হেসে আছে দার্শনিক চাঁদ

এদের দূরত্বে রেখে কোথাও যাবো না

আমাদের অশ্রুরেখা খুব ছোট নয়
তারপরও কিছু কান্না উহ্য থেকে আছে...

হাতে যখন সময় এলো—
ঘর, তোমার শিয়রে বসে
উহ্য-থাকা কান্নাগুলো মন খুলে কেঁদে নিতে চাই

পাহাড়

(উৎস : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান)

পাহাড় হচ্ছে ভূ-প্রকৃতির অবিচল অঙ্গ
মালার ফুলের মতো তার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে
অন্যসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের
নিবিড় নীরব এক নিসর্গবন্ধন

যখন মেঘের গল্প : বৃষ্টিগুলো ঝরনাধারা হয়ে
সমতলে যেতে যেতে নদী হয়, নেচে গেয়ে হেসে
সমুদ্রের জলমনে পূর্ণ হয়ে মেশে

সকল জলের মধ্যে ভিন্ন কিছু গল্পরেখা আছে—
জল থেকে বাষ্প হয়, বাষ্পগুলো মেঘ হয়ে ফেরে
আদি উৎস পাহাড়ের কাছে

পাহাড়ের পাদদেশে যুক্ত থাকে ইতিহাসধারা
সভ্যতার গতিচিহ্ন, মানুষের সফল-বিফল
সংগ্রামের বাঁক-উপবাঁক

কত শত ঝড় আসে। শেষাবধি পাহাড় তো পাহাড়ই থাকে
সন্তের ধ্যানের মতো সময়ের কীর্তিগুলো ভালোবেসে বুকে তুলে রাখে

শুভশ্রী সকাল

[নন্দিনী : পাগল ভাই, এই বদ্ধ গড়ের ভিতর কেবল তোমার আমার মাঝখানটাতেই
এখনো আকাশ জেগে আছে। আর-সব বোজা।
বিশু : সেই আকাশটা আছে বলেই তোমাকে
গান শোনাতে পারি।]

আমার পাজড় ঘেঁষে জ্বেলে রাখি অবিশ্রান্ত আলো
তুমি তাতে উচ্ছলিত রোদনের মুগ্ধ ছায়া ঢালো

আকাশের ঘুম নেই, ছুটি নেই, কাজ আর কাজ
উঁচু করে রাখে আলো। বুকে রাখে নদীর আওয়াজ

সকল শব্দের স্রোত মিশে যায় একই মোহানায়
প্রেমের সর্বস্ব নিয়ে ভালোবাসা একাকী দাঁড়ায়

আগুনের দাহ্যগুণ হতে পারে তৃষ্ণা-নিবারক
জেগে আছি। জেগে থেকো। পেয়ে যাবো গানের স্তবক

নন্দিনী, দেখেছ! হেসে-থাকা রক্তকরবীর ডাল
তোমার প্রাণের পাশে ডেকে আনে শুভশ্রী সকাল

প্রতীক

(উৎস : 'কারাগারের রোজনামচা'—শেখ মুজিবুর রহমান)

ক.

গ্রেফতার আমার পিছু ছাড়তে চায় না
একটিকে মিথ্যে করি, হাতকড়া নিয়ে
চলে আসে নতুন গ্রেফতার
কারাগারই এখন 'বর্তমান' ঠিকানা আমার

এখানে সমস্ত কিছু বন্দিদের কষ্টের কারণ
এর মধ্য থেকে আমি জীবনের স্বাদ পেতে চাই

আমার সেলের পাশে জন্মে আছে কামিনীর ঝোপ
যে-রাত বৃষ্টিতে ভেজে—বাতাস বেয়ে পাগল করা
সৌরভ আসে। নিশ্চিত লাগে—পৃথিবীতে আর
নেই কোনো বারুদের ঘ্রাণ
অদূরে শেফালিতলা; হেমন্ত ও শীতের ভোরে
শিশুর হাসির মতো ঝরে থাকে সাদারঙা ফুল
ভাবি, মানুষের মন এরকম পুণ্যশুভ্র হলে
লুপ্ত হতো ঘৃণা ক্রোধ আরোপিত শ্রেণিবিভাজন

খ.

আমার মোরগটার দুটো বাচ্চা। সারাদিন ওরা
বাগানে ঘাসের ফাঁকে হেঁটে-হেঁটে ঘোরে
পোকা খায়, গলা ছেড়ে 'বাক' দিয়ে ওঠে

কবুতর আর ওর বাচ্চা
একান্ত ভক্তের মতো মোরগের পিছু-পিছু হাঁটে
দুই পরিবারে গলায় গলায় ভাব
রাত্রিতে, পাকের ঘরে একসঙ্গে থাকে

কাক যদি জ্বালাতন করে
মোরগ ও কবুতর মিলে
বহুদূরে তাড়িয়ে হটায়

অথচ, কী বিষময় দৃশ্য!
সামান্য স্বার্থের লোভে, ছোটোখাটো প্রাপ্তির আশায়
মানুষ বিবাদ করে, কথার খেলাপ করে অবলীলাক্রমে

গ.

নিয়তি নির্দিষ্ট আছে। ধারালো ছুরির নিচে যাবে...

ওর শরীরের অংশ, বিস্বাদ শুরুয়া আর দুই টুকরো আলু
তুলে দেওয়া হবে কারাবন্দিদের পাতে

মোরগটির অসুখ হলে
বাবুর্চিকে বলি—
'ওকে ছেড়ে দাও, দুদিনেই সুস্থ হয়ে যাবে'

যেকোনো রোগের ক্ষেত্রে 'স্বাধীনতা' অমূল্য ওষুধ

উৎফুল্ল মোরগ—
বাগানে নিজের মতো মন খুলে ঘোরে

আমি দেখি, হেঁটে যাচ্ছেন—নবাব আলিবর্দি খান

বাংলাদেশ হেসে চেয়ে আছে

(উৎস : জননেত্রী শেখ হাসিনা)

এ-মাটি তখন ছিল পাতক ও ঘাতকের বিচরণভূমি

বিভূঁইজীবন থেকে ফিরে এলে মরুশূন্য হাতে

সেদিন, তোমাকে পেয়ে কোটি মানুষের
আর্তকান্না বুক ঝেরে কেঁদেছিল সমব্যথী আকাশের চোখে

বৃষ্টির প্রতিটি ফোটা বলেছিল : পিতৃহত্যার বিচার চাই
বৃক্ষের প্রতিটি শাখা বলেছিল : মাতৃহত্যার বিচার চাই
শস্যের প্রতিটি দানা বলেছিল : ভাতৃহত্যার বিচার চাই
সূর্যের প্রতিটি দ্যুতি বলেছিল : বধূহত্যার বিচার চাই
নদীর প্রতিটি ঢেউ বলেছিল : শিশুহত্যার বিচার চাই

আশ্চর্য দক্ষতা নিয়ে তুমি তো চোখের জলে লিখে গেলে আগুনের গান
সেই গানে জন্ম নিল মানবিক আলোকিত ভোর...

আমাদের চক্ষু আজ সত্যবর্ণে পাঠ করে প্রীতিসমারোহ
আমাদের শ্রাব্য আজ শেকড়ের মুঠোজাত লোকাচারগীতি
আমাদের ভ্রান্তি নেই, ক্লান্তি নেই সুনীতি ও সত্য অন্বেষণে

যেখানে প্রাণের ছন্দ, মাঠে মাঠে অবারিত সবুজের দোলা
অপূর্ব আনন্দে দেখি—বাংলাদেশ হেসে চেয়ে আছে
আমাদের স্নেহময়ী পুণ্যপূর্ণ অগ্রজার মুখ

সম্প্রীতি

মূলছিন্ন মানুষের ঠিকানা থাকে না
কাজ শুধু অনুগ্রহের পথচিহ্ন আঁকা
করুণা, তাচ্ছিল্যঝড়—আসে ঝাঁকে-ঝাঁকে
মাটিদেশ, চিন্তামূলে অস্তিত্ব বিহীন

করজোড়-শিল্প হলো মূঢ়তার দাস
বিত্তের স্বভাবগতি শীর্ষস্থানে থাকা
অন্যকে অসার ভাবে—নিমেষ-জীবন
রোখা কণ্ঠ, 'দিয়েছি তো, আর কত চাস?'

সব সূত্র দিব্যি নয়। ব্যতিক্রম আছে
ভুল চালে হেরে যায় দাবাড়ুর ঘুঁটি
তবু সম্ভাবনা থাকে—যতক্ষণ শ্বাস
দূরে রাখো ক্ষত-ক্ষতি পুরনো যখম

যেকোনো ফুলের মতো বাগানে বা বনে
সম্প্রীতি জাগিয়ে এসো দলবদ্ধ ফুটি

যোগফল

সুস্থ জলস্থানগুলো ডুবে যায় হিংসা-অন্ধ বর্জ্য-আস্ফালনে
ভেঙে পড়ে বাতাসের ভূতপূর্ব সকল সুনাম
বিলুপ্ত প্রেমের মতো শতচির হয়ে যায় আকাশের মন

কোনো অপরাধ নেই, তবু দেখি মৃত্যুদণ্ড-পাওয়া
বৃক্ষদের আর্দ্র আর্তনাদ
পাখিদের কণ্ঠরোধে জারি থাকে দুর্বোধ্য বিধান
ফোটেও হয় না ফুল, মরচে জমে ঘাসের ডগায়

পাহাড়ের মতো ভারী তত্ত্ব, প্রশ্ন, মড়াবৃক্ষনীতি
প্রকৃতি ও মানুষের কোন কাজে লাগে!?

সব থেকে স্থায়ী ভালো হয়—
লোভের জিহ্বাটি যদি ঢেকে দেওয়া যায়
সুস্বাদু ফলের গাছ, আর
বিপুল আনন্দে থাকা পুষ্পসমারোহে...

মেঘের ভেতরে রোদ, আমাদের অপেক্ষায় আছে
শস্যের অমল জ্যোতি, শুভপুণ্য রৌদ্র-ভবিষ্যৎ

আগুনের গান

(ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্মদ্বিশতবর্ষ স্মরণে)

জলস্থান যত বেশি স্বচ্ছমুগ্ধ গভীরতা পাবে
অসীম ছন্দের আলো, রেখা-রেখা হাসির উড়াল
ছড়াবে সুরের জ্যোতি। ভাষাহত, আচ্ছাদিত নয়
স্বরূপে, রূপকে দীর্ঘ—যেতে যেতে বহুদূর যাবে

যে থাকে সামান্য হয়ে, চিন্তাসূত্রে রৌদ্র ডেকে আনে
প্রতিটি বৃক্ষের পাশে লিখে রাখে মাতৃকোমলতা
বিভ্রম গুরুত্ব পেলে বেড়ে যায় সামাজিক ব্যাধি
জীবন শুকিয়ে থাকে, অশ্রুরেখা সাদা বর্ণ স্থানে

শূন্যতার আঁচ বেশি। আপসের ঘূর্ণি যদি থাকে
দ্রুত বাড়ে আগাছার ভিড়। কাঁটা, কলুষের জটা
দম্ভের উত্তাপ থেকে শুরু হয় পতনের স্ফীতি
মৌলিক বোধের সিঁড়ি ডুবে যায় অমূলক পাঁকে

দাসত্ব আরেক পাপ। উদয়াস্ত হলে অবনত
ঢেকে যায় সূর্যমুখ, স্তরে স্তরে জটিল প্রলাপ
প্রয়োগে বিভ্রাট যদি—শব্দগুলো পাথরের কাঁড়ি
ফুলের স্তবকছলে কখনো কি ঢাকা পড়ে ক্ষত!

কথার পেছনে তবু শুভসত্য কথা থেকে যায়
মানুষ প্রসন্ন হলে (শক্ত দাঁড়া) দাঁড়িয়ে দাঁড়ায়

ক্ষমতা

ক্ষমতা প্রসন্ন হলে হেসে ওঠে ভোরবেলা, বাগানের হাসি
জলোচ্ছল নদী হয়—যত ছিল দমবন্ধ ক্ষীণ জলাশয়
পলিগন্ধ, ছায়াগন্ধ—নিদাঘের বহুচির মাঠের হৃদয়
প্রতিটি বৃক্ষের পাতা লিখে রাখে—'এসো প্রীতি পুণ্য ভালোবাসি'

ক্ষমতা বধির হলে সোজা পথ হয়ে যায় কাঁটাকীর্ণ বাঁকা
শিশুরক্ত, নারীরক্ত, জ্যেষ্ঠদের শৌর্যবীর্য সব একাকার
যেখানে বাগান ছিল—মাথা তোলে নরমুণ্ড হাড়ের পাহাড়
মুখোশই মুখ্য হয়, মুখের মাধুর্যছবি পড়ে যায় ঢাকা

ঐক্যবদ্ধ হয় যদি বাস্তুচ্যুত মানুষের দীর্ঘ আর্তনাদ
অস্ত্রভাষা স্তব্ধ হয়, থুবড়ে পড়ে ক্ষমতার প্রবল প্রাসাদ

গাছ

ছোট হোক, বড় হোক—গাছে গাছে কৌলিন্যের বিভাজন নেই
কোনো গাছে ফুল ফোটে, হাওয়া হাসে নৃত্যপটু শাখায় শাখায়
ফলদ, বনজ আছে, গুল্ম-ঘাসে ঝরে থাকে বাতাসের সর
ঝোপের খোঁপায় ফোটে প্রজাপতি ভ্রমর ও ফড়িংয়ের রং

বটের গম্ভীর মুখ, ঝুরিগুলো বাউলের জটার মতোন
বাহুতে জড়িয়ে রাখে শূন্যলতা—মাতৃমায়া স্নেহের ছায়ায়
গাছেরা সাহসী প্রাণী। বুক পেতে রুখে দেয় ঝড়ের দাপট
শ্রেণি-গোত্র নির্বিশেষে অভিন্ন মাটিতে থাকে হৃদয়-শেকড়

গাছের আদর্শ শিখে মানুষ দাঁড়িয়ে যায় মানুষের পাশে

নাড়া

সিঁড়িতে ময়লা—উঠে গেছে যত ধাপ
সকালে পুণ্য, বিকেলে দেখছি পাপ

ধর্ষিতা বোন, ভাইকে দিচ্ছে তাড়া—
'এক পায়ে হোক, একটু একটু দাঁড়া'

ঘর-জনপদে রক্তচিহ্ন আঁকা
কী যে বিদঘুটে—মুখে তালা, বসে থাকা

তুমি আমি ওরা অনেক সকলে এসো
শত নদী ছিলে—এক মোহানায় মেশো

অশুভ দৃশ্য—আপেলের পাশে ছুরি
আলোহীন তাই, আগুন, তোমাকে পুড়ি

থামাতে চাইছি অনুশোচনার ধারা
শিকড়ে দিচ্ছ, শিকড়ে দিচ্ছি নাড়া

নুরুল করিম নাসিমের জন্য এলিজি

একগাদা প্রুফ জমে আছে...

গতরাতে যে-গানটা শুনতে শুনতে ঘুম ঝেঁপে এলো
আজ ও-কে শুনে দেখতে চাই

দীর্ঘদিন প্রবাহিত প্রেমে
সম্প্রতি 'না'-শোনা—দগ্ধ প্রেমিকের মতো
নতুন পাণ্ডুলিপির কাজ
মাথাগুঁজে বসে আছে টেবিলের কোণে

একবার ঘুরে আসি ফেসবুক পেইজে
বাকিপড়া ফোনগুলো সেরে নিতে হবে

নেমেছে সামান্য সন্ধ্যা। ভর অবেলায়
চোখ বুজে শুয়ে আছি কেন!

আমার কোনো শীত পায়নি
শরীরে জড়ানো কেন দুঃখআঁকা ধবল চাদর!

কী কষ্ট! মাথার নিচ থেকে
বালিশটা কে সরাল? চশমাটা কোথায়?

যতকিছু বস্তুচিহ্ন—সরানো সহজ
ভাষার সকল অঙ্গে যে-শোভা ছড়িয়ে গেলে—
তা পাঠে আমরা কিন্তু হতে হতে আলোসিক্ত হব!

আমি দাঁড়িয়ে... দাঁড়ানো আছি

হোক-না সীমিত মাটি—দু'পায়ের পাতার সমান
আমি দাঁড়িয়ে... দাঁড়ানো আছি
তোমার হুকুম মেনে থামবে না বাতাসের গান
আমি দাঁড়িয়ে... দাঁড়ানো আছি

ফেট্টি বেঁধে দৃষ্টি রোখো! মন বাঁধা সাধ্যের অতীত
আমি দাঁড়িয়ে... দাঁড়ানো আছি
ক্ষমতার অপচয়? জবাবটা পাবে সমুচিত
আমি দাঁড়িয়ে... দাঁড়ানো আছি

যতই কুপাতে থাকো, খণ্ডিত হয় না কোনো জল
আমি দাঁড়িয়ে... দাঁড়ানো আছি
একদিন নিভে যাবে—যত আছ প্রখর প্রবল
আমি দাঁড়িয়ে... দাঁড়ানো আছি

নিজের খাঁচার মধ্যে ঢুকে যাবে দৈবদুর্বিপাকে
আমি দাঁড়িয়ে... দাঁড়ানো আছি
অতি উঁচু সিঁড়ি হোক, তারো কিন্তু শেষধাপ থাকে
আমি দাঁড়িয়ে... দাঁড়ানো আছি

শান্তিসত্য

(যুদ্ধমোড়ল, অস্ত্রফড়িয়া—লহো ঘৃণা, শোনো প্রতিবাদ)

মারণাস্ত্র—এর কোনো সহজাত মাতৃভাষা নেই
চোখে ঠুলি, ঠোঁটে তালা, দমে-শ্বাসে আগুনের ক্রোধ
শিশুরক্ত, নারীরক্ত, নরমুণ্ড, হাড়ের পাহাড়
প্রভুর হুকুম পেলে ধ্বংসমত্ত—এই হলো কাজ!

'জগতে আনন্দযজ্ঞে' কত দৃশ্য চোখ ভরে থাকে
এই যে নদীটি যাচ্ছে, বাতাসের মৃদু চলাচল
নাচের ছন্দের মতো সে-ও বোঝে গানের চমক
সূর্যের আলোকঝারি, তারাদের ঠোঁটচাপা হাসি—
দস্যুর পছন্দ নয়, তৃপ্তি খোঁজে বারুদের ঝাঁজে

আদতে, সত্যটি হলো—মানুষের সৃজন-পিপাসা
মারণাস্ত্র যত দ্রুত, আরও দ্রুত দোয়েলের শিস
বিধ্বংসী বোমার থেকে কলমই সংখ্যায় অধিক
অস্ত্রের ভান্ডারগুলো ঢেকে যাবে পুষ্প-আভরণে
অজস্র আলোর নিচে শান্তিসত্য প্রেমময় হবে

পরিণতি

... তারপর 'একদিন' ম্লান ছবি সংবাদ-মাধ্যম
... তারপর 'দুইদিন' বন্ধুদের শোকের উচ্ছ্বাস
... তারপর 'কিছুদিন' ছেঁড়াজীর্ণ কাগজের স্তূপ
... তারপর 'মেঘলাদিন' মেয়েটির ভিজেওঠা মন
... তারপর 'আচম্বিত' মেঘধুলো চৈত্রের বাতাস
... তারপর 'অকস্মাৎ' কবিতার ব্যর্থ কোলাহল
... তারপর 'কোনোদিন' পথসন্ধ্যা, আলো নিভে আছে
... তারপর 'ভাঙাদিন' আমাদের মন ভালো নেই

... তারপর 'বহুদিন' স্মৃতিস্রোতে থেমেথাকা ঢেউ
... তারপর 'চিরদিন' স্তব্ধতার গভীর পাথর

দুর্মর পরিণতি হে, তোমাকে আমি ঠিক চিনেছি

থেকে আছি

থেকে আছি। দাহ শেষে উঁচু অন্ধকারে
ভস্ম। বৃষ্টি। ছিন্নছায়া—পাতাদের আড়

থেকে আছি। এঁটো ভাত। বলেছি 'অমৃত'
উপেক্ষা। অপেক্ষা। যদি কেউ তা-ই দিতো

থেকে আছি। হাসিফুল সকালের গাছে
অভিমান সত্য বটে। চোখ ভিজে আছে

থেকে আছি। মনে আছে নিশিথের ডাক
সকালের সারা মুখে আলো হেসে থাক

থেকে আছি। অবহেলা। পারব সামলাতে
এসো হে বিমুগ্ধ হাত—চেয়ে থাকা হাতে

পুণ্যশান্তি

বারুদের স্তূপাকার গান যুদ্ধমোড়লের মুখে
অস্ত্রঘরে আমাদের বসবাস ভূয়সী সুখের
বোমারু বিমানগুলো ঢেকে দেয় গানের আকাশ
মুছে যায়—ইচ্ছেরঙে যত ছবি হয়েছিল আঁকা

আঙুল বাঁকালে তবে পাত্র থেকে ঘৃত উঠে আসে
তখনো চাটুচালাকি, রাজত্বটা সর্ব সর্বনাশের
পায়ে পায়ে মৃত্যু ঘোরে—বধিরতা বিষের গর্জন;
পরিষেবা থেমে গেছে, পদে পদে স্তূপাকার বর্জ্য

হিসেবের সব খাতা গোলমেলে। কোলাহলজাত
ঘুরপথে কেন যাবে! তখন তো দূরত্বপাথর
সোজা রেখা এঁকে দাও, সুস্থ হবে দগ্ধক্ষতক্ষতি
নির্ভয় সরণি হবে—চলাচল সহজ গতির...

পাখিদের ঘরকন্না, খ্যাতি আছে সহিষ্ণু গাছের
চলে এসো—পুণ্যশান্তি—অবারিত প্রেম জেগে আছে

জোনাকি

ধৈর্যকে যথেষ্ট ধরে, ছিপিআঁটা বোতলের মতো
নিজেকে নিজের মধ্যে বন্ধ করে বসে থাকি একা

এমন অস্তিত্বহীন! বিড়ালের থেকে আরো বেশি
মৃদু করে হাঁটা-চলা নোনাধরা ঘরের মেঝেয়
আধবোজা জানালায় থেমে থাকে বাতাস-ভ্রমণ

তবু, মন খোলা রাখি। ভাবি। অজর অক্ষর লিখি

অন্ধকার রুয়ে দেবে! এতে কোনো সমস্যা দেখি না
ছোট্ট জোনাকির মতো পথ পাবো আপন আলোয়